দারসে কুরআন সিরিজ-৩১

সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৩১

সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯২ ইং
বিশতম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ২৫ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্যে

✧ যারা কুরআনি জ্ঞান লাভ করতে চান

✹ যারা তাফসীর পড়ার সময় পাননা

✧ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন

✹ যারা আরবী বোঝেন না অথচ কুরআন বুঝতে চান

✧ যারা তাফসীর মাহফিলে শরীক হতে পারেন না।

✹ যারা খতিব, মুবাল্লিগ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য স্থাপনে আগ্রহী

এ সিরিজের বৈশিষ্ট

✧ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

✹ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ

✧ সহজ বোধ্য ভাষায় অকল্পনীয় যুক্তি

✹ অল্প মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

✧ দেশ ব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটান

✹ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের একবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সূরা তাকাসুরের মধ্যে এক হুশিয়ারী রয়েছে যা বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে প্রতিটি দুনিয়াদারদের জন্য বিশেষভাবে জানা উচিৎ। এই পার্থিব দুনিয়ায় যারা ধন দৌলত, ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, অস্ত্রশস্ত্র, রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় মেতে রয়েছে তাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা এ সূরার ব্যাখায় জানা যাবে ইনশাল্লাহ।

আর সূরা আল আসরে কালের কসম করে বলা হয়েছে যে বর্তমান চিরদিন বর্তমান থাকে না, ভবিষ্যত এসে বর্তমান হচ্ছে আর মুহূর্ত্বের মধ্যে বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এমন এক কাল আসবে যেদিন আল্লাহতে বিশ্বাসী, নেককার বান্দা যারা ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হয় তারা যদি ইসলামের বা হকের উপর টিকে থাকার জন্যে এবং যত প্রকার নির্যাতনই আসুক না কেন, তা যদি ধৈর্য্যের সাথে মুকাবেলা করার জন্য একে অপরকে উৎসাহ দিতে থাকে বা উপদেশ দিতে থাকে তাহলে, তারা কোন দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, আর এরা ছাড়া সবাই যে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তা এ সূরায় সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা আত্তাকাসুর

(বেশী বেশী পাওয়ার প্রতিযোগিতা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۔ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۔ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۔ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۔

শব্দার্থ ও অনুবাদ ঃ

اَلْهٰكُمُ তোমাদের চরম গাফলতির মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে اَلتَّكَاثُرُ অপরের তুলনায়)অধিক সুখ ও ধন সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতায়।

১। তোমাদেরকে অপরের তুলনায় বেশী বেশী সুখ ও সম্পদ লাভের প্রতিযোগীতায় গাফলতির মধ্যে ডুবিযে রেখেছে । حَتّٰى যতক্ষণ না পর্যন্ত زُرْتُمُ তোমরা গিয়ে উপস্থিত হবে। اَلْمَقَابِرَ কবরে। (قَبْرٌ এর বহু বচন مَقَابِرُ)

২। যতক্ষণ না পযর্ন্ত তোমরা কবরে গিয়ে উপস্থি হবে كَلَّا কক্ষণই (তোমাদের চিন্তা ঠিক নয়) سَوْفَ অতি শীঘ تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে।

www.pathagar.com

৩। তোমাদের চিন্তা কক্ষণই ঠিক নয়, তোমারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে (যখন কবরে তখন) ثُمَّ كَلَّا পুনরায় ও বলছি তোমাদের চিন্তা কক্ষণই ঠিক নয় سَوْفَ অতি শীঘ্রই تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে।

৪। পুনরায়ও বলছি তোমাদের চিন্তা কখনই ঠিক নয়, তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। كَلَّا কক্ষণই (তোমাদের চিন্তা) ঠিক নয় لَوْ যদি تَعْلَمُوْنَ- তোমরা জানতে عِلْمَ الْيَقِيْنِ সন্দেহমুক্ত জ্ঞান দ্বারা (যে এ আচরণের পরিণতি কি হবে)

৫। কক্ষণই (তোমাদের চিন্তা) ঠিক নয়, যদি তোমরা সন্দেহ মুক্ত জ্ঞানের চোখে দেখার মত এর পরিণতি জানতে (তা হলে তোমাদের আচরণ কখনই এরূপ হত না।) لَتَرَوُنَّ তোমরা অবশ্যই দেখবে الْجَحِيْمَ দোজখ কে।

৬। তোমরা অবশ্যই দোজখকে দেখবে। ثُمَّ আবারও বলছি لَتَرَوُنَّهَا তোমরা অবশ্যই দেখবে উহা عَيْنَ الْيَقِيْنِ সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে।

৭। আবারও বলছি তোমরা অবশ্যই সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে তা দোজখ দেখতে পাবে। ثُمَّ এরপরে لَتُسْئَلُنَّ অবশ্য অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হবে বা জওয়াব চাওয়া হবে يَوْمَئِذٍ সেই দিন عَنِ النَّعِيْمِ (আল্লাহর দেয়া) নেয়ামত সম্পর্কে ।

৮। এরপর অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর দেয়া দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং তার জওয়াব চাওয়া হবে।

শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ বেহেস্ত দোজখী প্রত্যেককেই আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তবে তা বিচারের মাঠেই করা হবে। আর যারা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে এবং ঈমান মুতাবিক কাজ করে

www.pathagar.com

যাবে তারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, আর যারা নাশুকরী এবং বেঈমান তারা অবশ্যই ঠেকে যাবে। এবং তাদের নাশুকরী ও নাফরমানির কারণে দোজখী হতে হবে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি মাক্বি বা মাদানী হওয়া সম্পর্কে যদিও কিছু মতভেদ আছে তবুও আলোচ্য বিষয়বস্তু মুতাবিক এটা মাক্বি সূরা হওয়ার পক্ষে অধিকাংশ মুফাচ্ছিরগণ সম্পূর্ণ একমত। বরং এটা প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা হিসাবে অধিকাংশ মুফাচ্ছির বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয়বস্তু

মানুষ যারা দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে এবং পরকাল সম্পর্কে যারা চরম গাফলতীর মধ্যে রয়েছে তাদের বৈষয়িক বস্তুবাদি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেশী বেশী ধন সম্পদ, বৈষয়িক স্বার্থ, দুনিয়ার সুখ দুনিয়ার আয়েস আরাম, দুনিয়ার সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার ইত্যাদি ব্যাপারে একে অপরের চাইতে বেশী পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে। এরপরও যে জীবনের আরো কোন স্তর আছে এবং সেখানের সুখ শান্তির কথাও যে চিন্তা করা দরকার তা যেন তারা ভুলেই যায়। তাদের আচরণ ও কার্যকলাপ দেখে মনে হয় পর জীবনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ বেহুশ, বেখেয়াল ও বেখবর। এদের চিন্তা যে ঠিক নয় এবং পরকাল বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহ মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরাটির মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে আজ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া যেসব নিয়ামত ভোগ করতেছ তা শুধু ভোগেরই বস্তু নয়, বরং তা পরীক্ষারও বস্তু। আজ মানুষ আল্লাহর অসংখ্যা নিয়ামত ভোগ করছে কিন্তু মৃত্যুর পর এমন দিন আসবে যে আল্লাহর প্রত্যেকটি নিয়ামতের হিসাব কাটায় কাটায় দিতে হবে। কাজেই পূর্বেই হুশিয়ার করে দেয়া হল।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে কবরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করার ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকে কিন্তু তারা বোঝে না, এই দুনিয়াই শেষ নয়; এরপর জীবন

www.pathagar.com

আছে এবং সেখানেও সুখ শান্তির প্রয়োজন আছে। দুনিয়ার জীবনের একটা উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যে, মনে করুন বাংলাদেশ থেকে কিছু লোককে আমেরিকান সরকার নিতে চাইল। কারণ বাংলাদেশে ভূমি কম মানুষবেশী আর আমেরিকায় ভূমি বেশী মানুষ কম। তাই ধরুন আমেরিকার সরকার আমাদের উপর একটু সদয় হয়ে আমাদের দেশ থেকে ১ কোটি লোক তার দেশে নিতে চাইল এবং সেখানে সরাজীবন থাকার জন্যে ঘর বাড়ী জায়গা জমি চাকুরী বাকুরী সব কিছুই দিতে চাইল। কিন্তু নেবে আমাদের সমুদ্র পথে জাহাজে, যেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। এবং পথে কয়েকটা দ্বীপে জাহাজ কিছু সময়ের জন্য থামাবে। মনে করুন পথে ৩টি দ্বীপে জাহাজ থামাল এবং প্রত্যেক দ্বিপে ৮/১০ ঘন্টা করে সময় কাটাল, আর এ সময় যাত্রিরা জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপের সৌন্দর্য ঘুরে ঘুরে দেখল, মনে হল যেন এর একটা দ্বীপে চিরস্থায়ীভাবে থেকে গেলে ভাল হত, কিন্তু আসলে তা একটা স্টেশন মাত্র। থাকা যাবে না কোথাও। আমাকে সারাজীবন থাকার জন্যে আমেরিকায় যেতেই হবে। (উদাহরণ কখনই কাটায় কাটায় মিল হয়না, তবে অনেকটা কাছাকাছি মিল হয়) মানুষের জীবনও এরূপ জাহাজে চলমান অবস্থায় রয়েছে। এর ১ম স্টেশন হচ্ছে মায়ের পেট। ২য় স্টেশন হচ্ছে দুনিয়া। ৩য় স্টেশন হল আলামে বরযখ আর শেষ গন্তব্যস্থল আখেরাত। কাজেই জাহাজের যাত্রিদের যেমন মনে করা উচিত নয় যে এখন যে স্টেশনে আছি এখানে চিরকালই থেকে যাবে। ঠিক তেমনই দুনিয়ার ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অবস্থান কালে মনে করা উচিত নয় যে এইটাই আমার শেষ গন্তব্য স্থল, তাকে অবশ্য মনে রাখা উচিৎ যে জাহাজ এখান থেকে ছেড়ে যাবে এবং এখানে (এই স্টেশনে) সামান্য সময়ের জন্যে একটু অবস্থানমাত্র, এটা চিরদিনের থাকার কোন স্টেশন নয়। মানুষ এটা যদি জাহাজের যাত্রিদের ন্যায় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে তাহলে সে কিছুতেই কোন স্টেশনের শান শওকত দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। এটা নিশ্চিত রূপেই অনুধাবন করা উচিত যে পরকালে যাওয়ার পথে দুনিয়া একটা স্টেশন মাত্র। আর জীবন শুধু ৬০/৭০ বা ৮০/৯০ বছরেরই নয়, জীবন হচ্ছে অনন্তকালের জন্য। কাজেই অনন্তকালে থাকার জায়গা পর্যন্ত যেতে পথের কিছুক্ষণের বিশ্রামস্থলের শান শওকাতে ভুলে থাকা কোন যাত্রীর জন্যেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর মানুষের অনন্তকালের থাকার জায়গায় যাওয়ার পথে দুনিয়ার স্টেশনটা হল এমন একটা পরীক্ষার জায়গা যেখানে পরীক্ষায় ফেল করলে

www.pathagar.com

অনন্তকালের জীবন বরবাদ হতে বাধ্য। এ সূরার প্রথম আয়াতে এই কথাই জানিয়ে দেয়া হল যে এটাই শেষ নয়, অতিশীঘ্রই পরবর্তী স্টেশনে যেতে হবে। আর সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে যে এখানে এই সামান্য ২ দিনের জীবনে ধন সম্পদের প্রতিযোগীতায় নিজেকে লিপ্ত রেখে কি ভুলটাই না করেছি এই সব দুনিয়াদার লোভীদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ

لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ مَالٌ لَتَمَنّٰى وَادِيًا ـ

ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاءُ جَوْفُ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ ـ

আদম সন্তান (এত লোভী যে সে) যদি দুই উপত্যকা ভর্তি ধন সম্পদও পায় তবুও সে তৃতীয় আর একটি উপত্যকা (ভর্তি মাল সম্পদ) চাইবে। আদম সন্তানের পেট (একমাত্র) মাটি ছাড়া অন্য কিছুদিয়েই ভরতে পারবে না।
(আল হাদীস)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে বেশী বেশী পাওয়ার প্রতিযোগীতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু মানুষ কোন জিনিষ বেশী বেশী পেতে চায় তা বলা হয়নি। ফলে কথাটি আরামের জন্য যাই তার দরকার মনে করে তাই সে বেশী বেশী পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগীতায় মত্ত হয়ে পড়ে। আর এভাবে একটা মানুষ যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া মুখী হয়ে পড়ে তখন ভিতর থেকে মানবীয় সৎগুনগুলি সব এক এক করে বিদায় নেয়। সৎ গুণের লেশমাত্র তার মধ্যে আর বাকী থাকতে পারে না। অর্থাৎ নৈতিকতা বলে তার মধ্যে কিছুই আর থাকে না।

(১) সে অধিক টাকা পয়সা কামায়ের জন্যে মানুষকে ফাঁকি দেয়ার যত প্রকার পথ সে খুজে পাবে, তা সে যেভাবেই হোক প্রয়োগ করবে। লোক হত্যা, ছিনতাই, হাইজাক, চুরি ডাকাতি অর্থের লোভে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদিতে ভেজাল মিশ্রিত করা ইত্যাদি এর কোনটাতেই তার বিবেক তাকে বাধা দেবে না।

২। সে কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান হলে,অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী বেশী মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে। যেমন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমেরিকা, রাশিয়া ,চীন, জাপান, ফ্রান্স, ভারত ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি মেতে রয়েছে।

www.pathagar.com

৩। নিজে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবং রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় এমনভাবে মেতে উঠবে যে, হাজার হাজার লোকের জীবন নাশে তার মনে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হবে না। যেমন আফগানিস্তান, লেবানন, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, অযোদ্ধা ইত্যাদি, কটার আর নাম বলব। এসব স্থানে যে নজীর বিহীন অমানুষিক জুলুম অত্যাচার চলছে, এর একমাত্র কারন ঐ বেশী বেশী পাওয়ার প্রতিযোগীতা।

৪। এই প্রতিযোগিতায় যারা মেতে ওঠে তাদের চেহারা মানুষের মত হলেও তারা বিষধর সাপ এবং হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও বেশী বেশী হিংস্র স্বভাবের হয়ে ওঠে। اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এর মধ্যে যে কত ব্যাপক অর্থ নিহিত রয়েছে তা কলমে প্রকাশ করা অসম্ভব। যখন পৃথিবীর রাষ্ট্র প্রধানগণ অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, দেশ জয়ের প্রতিযোগীতায়, ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এবং সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত সবাই যদি দুনিয়ামুখী হয়ে যায়, আর রাষ্ট্র প্রধানদের থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের শক্তিমানরা যদি পরকালমুখী না হয়ে দুনিয়া মুখী হয়ে যায় তবে সে সমাজ, আরো বড় করে বল্লে বলতে হবে যে দুনিয়া আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকে না।

আজ পৃথিবীর যেদিকেই তাকান সেখানেই দেখা যাবে ক্ষমতা ও অর্থবিত্ত লাভের প্রতিযোগিতা, ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রতিযোগিতা যার কারণে, ইরান, ইরাক লড়াই হল কুয়েতের তেলকুপ ধ্বংস হল, সৌদী আরবের দারুন ক্ষতি হল, ইরাক প্রায় শেষ হয়ে গেল, মুসলীম শক্তির পতন ঘটল, বিনা কারণে হাজার হাজার মানুষের জীবন দিতে হলো, কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর নির্যাতনের উপর নির্যাতন চলল। আফগানিস্তান, রাশিয়া, লেবানন ফিলিস্তিন ও আরো কতো দেশে আজ মুসলমানদের ভোগান্তির কোন সীমা নেই।

এমন কি নিজের দেশ কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে দেশের দিকেই তাকাবেন যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করতে পারেন তাহলে মনে হবে, এ পৃথিবীর মাটির উপরে বাস করার চাইতে মাটির নিচেই বাস করা ভাল। পৃথিবীর ২/১ দেশ বাদে কোন দেশই আর মানুষ বসবাসের যোগ্য আছে বলে আমার মনে হয় না।

www.pathagar.com

২নং আয়াতে বল হল যে, সব ভুলই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যাবে তখন, যখন কবর পর্যন্ত পৌছে যাবে। আর ৩ নং আয়াতে খুব জোর দিয়ে বুঝানোর জন্যে একই কথা দুইবার করে বলা হয়েছে যে না না, তোমাদের ধারণা যে ঠিক না তা জানার আর বেশী দেরী নেই। অর্থাৎ অনন্তকালের জীবনের জন্যে দুনিয়ার জীবন আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই কম সময়। এ সময় আমাদের নিকট লম্বা সময় মনে হলেও আল্লাহর নিকট এ সময় মোটেই কোন লম্বা সময় নয়। একেবারেই কম সময়। এই জন্যেই বলা হয়েছে سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ অতি শীঘ্রই জানতে পারবে যখন কবরে যাবে। সেদিন দূরে নয় , তা খুবই নিকটে কবর যে কত নিকটে তা চিন্তাশীল লোক মাত্রই অনুভব করতে পারে।

চিন্তা করুন আপনার চাইতে কম বয়সের কত লোক দুনিয়া থেকে চলে গেছে। এভাবে প্রথম মানুষটি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দুনিয়ায় কেউই তো চিরস্থায়ী হতে পারল না, সেখানে আমি আপনি কি করে চিরস্থায়ী হওয়ার চিন্তা করতে পারি ? তা কিছুতেই পারি না; এই কথা গুলিই মেহেরবান আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিলেন এ আয়াত গুলির মাধ্যমে।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ কক্ষণই তোমাদের ধারণা ঠিক না। যদি সন্দেহাতীতভাবে জানতে যে কবরের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাত হবে তখন কি ভীষণ ভয়ংকর একটা সময়ই না তার উপর আসবে। এটা যদি সত্যিই তারা দেখা বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস করত তবে তাদের এ পরিণতি হত না।

৬নং আয়াতে বলা হয়েছে لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ অবশ্যই তাদেরকে মৃত্যুর পর দোজখ দেখান হবে। এর সমর্থনে হাদীসে এরূপ বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লোক মরে গেলে যদি সে নেককার হয় তবে তাকে প্রথমে দোজখ দেখিয়ে বলা হবে যে, তোমার নেক আমলের কারণে এই দোজখের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছ। তখন সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে। এরপর তাকে বেহেস্ত দেখিয়ে বলা হবে, তোমার নেক আমলের জন্যে এইটাই হবে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। আর বদকার লোকদের মৃত্যুর পর প্রথমে দেখান হবে বেহেস্ত। বলা হবে, তোমার বদ আমলের জন্য এই বেহেস্ত তুমি হারিয়েছ। এরপর দোজখ দেখিয়ে বলা হবে

www.pathagar.com

তোমাদের দুনিয়াদারী, চরিত্র, তোমাদের বদ আমল, তোমাদের দুনিয়ার ধন সম্পদ, ধনবল, জনবল অস্ত্রবল, রাজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় মেতে থাকার ফল হচ্ছে এই দোজখ; এখানে অনন্ত কাল তোমাদের থাকতে হবে। অতঃপর এসব যখন সচক্ষে দেখতে পাবে তখন সত্যই عَيْنَ الْيَقِيْنِ পয়দা হয়ে যাবে। তখন আর কবরের শোনা ঘটনা শুধু শোনা কথাই থাকবে না, তখন তা হয়ে পড়বে দেখা ঘটনা। কিন্তু তখন কবরে গিয়ে আযাব সচক্ষে দেখে অনুতাপে আর কোন কাজ হবেনা।

কবরের আযাব সম্পর্কে আল-কুরআন

আলোচ্য সূরায় শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলা হয়েছে, যদি তোমরা ইলমুর ইয়াকিন لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ দ্বারা জানতে, (কবরের অবস্থা কেমন)। এর পরিপূরক আয়াত হিসাবে আল কুরআন থেকে আরো ৪ স্থান থেকে ৪টি আয়াত বা আয়াতাংশ নিম্নে তুলে ধরা হল যার থেকে কবরের আযাব সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা যদি ঐ সব নাফরমান লোকগুলি জানত হবে নিশ্চয়ই তাদের কার্যকলাপ আখেরাত মুখী হত, সেই কথাগুলিই এখানে তুলে ধরতে চাচ্ছি যার কথা আল্লাহ বলেছেন, "তা যদি তারা জানত" এবার শুনুন কি জানলে এবং কি মানলে তাদের জন্যে পরকালের কল্যাণ বয়ে আনত।

সূরা আনয়ামের ৯৩ নং আয়াতের অংশবিশেষ যেখানে আল্লাহ জালেমদের মৃত্যু কালীন আযাবের কথা বলেছেন, তা পড়ুন।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

হায় তুমি যদি যালেমদের এই অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় হাবুডুবু খেতে থাকে আর ফেরেস্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলতে থাকেঃ দাও বের কর তোমাদের জানপ্রাণ আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে (যা তোমরা দুনিয়ায় করেছিলে) অপমানজনক আযাব দেওয়া

www.pathagar.com

হবে। আল্লাহর ওপর দোষারোপ করে যা তোমরা আকারণ প্রলাপ বকেছিল এবং তাঁর আয়াতের মুকাবেলায় অহংকার বিদ্রোহ করতে।

এখানে যে জালিমদের কথা বলা হয়েছে এই জালিমদের পর্যায়ে পড়বে সে সব লোক যারা দুনিয়া মুখি হয়ে আখেরাতকে ভুলে শুধু বেশী বেশী পাওয়ার প্রতিযোগীতায় মেতে রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ২/১জন রাষ্ট্র প্রধান বাদে সব রাষ্ট্র প্রধান, তাদের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং যারা কোন না কোন দিক থেকে কোন না কোন ক্ষমতার অধিকারী তারা সবাই। বিশেষ করে যারা অস্ত্র প্রতিযোগীতা, অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে অন্যায় ভাবে রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির প্রতিযোগীতা, যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অন্যদের দমিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব পাকাপোক্ত করার প্রতিযোগীতা ও যারা শরীরের রক্ত চুষে আকাশ ছোয়া ধনী হওয়ার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত রয়েছে তারা সবাই পড়বে, এই জালিমের তালিকায়। আর প্রকৃত পক্ষে এরাই আল্লাহর আয়াতকে বাস্তব কার্যকলাপের দ্বারা অস্বীকার করে এবং এরাই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে শুধু নিজেদের পাপকে ঢাকার জন্যে। এরা অবশ্যই টের পাবে যে দি زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ কবরের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। সেদিন আযাবের ফেরেস্তাদের আযাবটা কেমন তার স্বাদ অনুভব ও উপভোগ করতে পারবে। সূরা নাহলের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

সে সব কাফেরেরা তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেস্তাদের হাতে এমন অবস্থায় ধরা পড়ে যায় যখন তারা তাদের নিজেদের উপর নিজেরাই জুলুম করতেছিল (নিজেদের উপর জুলুম করার অর্থ হল সে দুনিয়ায় এমন কাজ করে যার জন্যে তার দেহকে সে আগুনে পুড়ার যোগ্য করে ফেলে, তাহলে তার আগুনে যাওয়ার কারন, যখন নিজেই, অপর কেউ নয় তাই আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ বলেন তাদের নিজেদের উপর তারা নিজেরাই এমন জুলুম

www.pathagar.com

করে যে, সে নিজেই চেষ্টা করে নিজের দেহকে আগুনে পোড়ানোর উপযোগী করে তোলে। তখন ঐ সব কাফেররা বিদ্রোহ ত্যাগ করে) সঙ্গে সঙ্গে আত্ম সমর্পন করে দেয়, আর বলেঃ "আমরা তো কোন অপরাধ করতে ছিলাম না।" ফেরেস্তাগণ জওয়াব দেয়ঃ কেমন করে করতেছিলেনা; আল্লাহ্ তো এমন সব কিছুই জানেন যা তোমরা করতেছিলে।

এখন যাও জাহান্নামের দরোজা দিয়ে জাহান্নামের ভিতর ঢুকে পড়। চিরদিনের জন্য তার মধ্যে তোমাদের থাকতে হবে। অতঃএব বড়ই সত্য কথা এই যে অহংকারী লোকদের জন্যে রয়েছে বড়ই খারাব পরিণতি।

এ দুটো আয়াতেও দলীল পাওয়া গেল যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আজাবের ফেরেস্তাদের হাতে জালেম কাফের ও দুনিয়াদার লোকেরা ধরা পড়ে যাবে।

এই একই বিষয়ে সূরা আল মু'মিনুনের ৯৯ এবং ১০০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন -

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ـ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

(এই দুনিয়াদাররা তাদের অপকর্ম থেকে ফিরবে না) এমন কি যখন তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু এসে যায় তখন তারা বলতে শুরু করবেঃ "হে আমার রব! আমাকে আবার সেই দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও যে দুনিয়া আমি পিছনে ফেলে আসছি। আমি আশা করছি আমাকে আবার ফিরিয়ে দিলে আমি নেক আমল করে আসব" কক্ষনো-নয়, এতো একটা কথা মাত্র যা সে বলতেছে। মৃত্যুর পরে আর কাউকেই দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় না। এখন এই সব মরে যাওয়া লোকদের পিছনে একটি বরযাখী রয়েছে যা পরকালের শেষ দিন কিয়ামতের মাঠে ওঠা পর্যন্ত থাকবে।

এ দুটো আয়াতেও দলীল পাওয়া গেল যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আজাবের ফেরেস্তাদের হাতে জালেম কাফের ও দুনিয়াদার লোকেরা ধরা পড়ে যাবে।

এ দুটো আয়াতেও দলীল পাওয়া গেল যে কবরে রেখে আসার সঙ্গেসঙ্গে কবরবাসীর জীবনের উপর দিয়ে গুজরে যায় এক ভীষণ ও ভয়ংকর সময়। যার সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে।

www.pathagar.com

এই একই প্রসঙ্গে সূরা আল মুমেন এর ৪৫ নং এর আয়াতের শেষ অংশ এবং ৪৬ নং আয়াতে বলছেনঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ۔ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

আর ফেরাউনের সঙ্গী সাথীরা সদলবলে নিকৃষ্টতম আজাবের আওতায় পড়ে গেল। দোজখের আগুন তার উপর সকাল- সন্ধ্যা (তাদেরকে) পেশ করা হয়। আর যখন কিয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে তখন হুকুম হবে যে, ফেরাউনী দলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।

এর থেকেও বুঝা গেল বদকার লোকদের জন্যে বরযাখী জীবনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তখন বিশ্বাসটা একেবারেই পাকাপোক্ত হয়ে যাবে।

এর শেষ আয়াতে বলা হয়েছে অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারীর কথা, যে আল্লাহর নিয়ামত বেহিসাব ভোগ করছে, মনে করছ এর কোন হিসাব দিতে হবে না, কিন্তু তা ভেব না, এর নিয়ামতের পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব চাওয়া হবে এবং তার জওয়াব না দেয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। তার দেয়া নিয়ামতের যদি শুকরিয়া আদায় না করা হয় তবে এর মূল্য বাবদ হয় শুকরিয়া আদায়ের দলীল প্রমাণ হাজির করতে হবে নইলে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এর হাত থেকে রেহাই পাবেনা কেউই। তা মেহেরবান আল্লাহ কবরে যাওয়ার পূর্বেই হুশিয়ার করে দিলেন। এখন চিন্তা করুন আমরা আল্লার নিকট থেকে কি নিয়ামত পেয়েছি এবং তার মূল্য কত। আর মূল্যটা চাওয়ার ধরন কেমন হবে তা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছি।

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। মানুষ যখন হোটেলের সামনে দিয়ে যায় তখন হোটেলের লোক ডাকতে থাকে যে আসুন আমার হোটেলে ভালভাল টাটকা মজাদার খাবার পাবেন, কিন্তু এ বলে কেউই ডাকে না যে আমার হোটেলের প্রত্যেকটি সুস্বাদু খাদ্যের দাম খুব বেশী, এ কথা বলে না, বলে শুধু ইলিশ মাছ ভাজা, রান্না, খাসির গোস, কোরমা, পোলাও, বিরেনি ইত্যাদি বহু প্রকার খাবার আছে যে যা চাইবেন তাকে তাই দেয়া হবে। আর

www.pathagar.com

তাই শুনে যদি কেও হোটেলে ঢুকে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে খেতে থাকে, যে অমুক যা খেল আমি তার ৩গুণ বেশী খাব। এইভাবে খেয়ে খেয়ে একেবারে গলা পর্যন্ত ভর্তি করে ফেল্ল। এপর হোটেলের বয়েরা হাত ধোয়ার জায়গায় পৌঁছে দিল; সাবান এনে দিল হাত ধোয়ার জন্য। তাদের খাদ্য পরিবেশ ও যত্ন আহবানে আপনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তৃপ্তিও পেলেন মনের মত। এরপর যখনই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন তখনই হোটেলের লোকেরা পিছন থেকে আপনার কাপড় টেনে ধরে বলবে স্যার আপনার এত টাকা বিল হয়েছে। টাকাটা দিয়ো যান। আপনি যদি হোটেলে খাওয়ার সময় মনে করেন যে এত যত্ন করে খাওয়াচ্ছে, কাজেই এটা মনে হয় ফ্রী খাবার। কিন্তু হোটেল থেকে বেরুনোর সময় বুঝবেন যে এটা তো ফ্রি ছিল না, এর যে মূল্য চাইবে তাতো চিন্তা করিনি। যারা গ্রাম্য নির্বোধ, হয়ত সে প্রথম টাউনে এসেছে এবং সে যদি একেবারে বোধহীন হয় তবে সে এভাবে খেতে পারে পকেটের কথা চিন্তা না করেই। কিন্তু যাদের বোধ আছে তারা পকেটের চিন্তা করেই হোটেলে যায়। যার দাম দিতে পারবেনা তা হোটেল ওয়ালা যতই চেষ্টা করে খাওয়ানোর জন্যে কিন্তু টাকার কথা বা পকেটের চিন্তা করে বলে যে না আমাকে আর দিবেন না.আর মনে মনে বলে পকেটে টাকা নেই কাজেই তোমরা দিতে চাইলে কি আমি নিতে পারি।

ঠিক তেমনই এ দুনিয়া হচ্ছে আল্লাহর হোটেল, এখানে খুশী মুতাবিক প্রতিযোগীতা করে খাচ্ছি কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে কবরে যাওয়ার সাথে সাথে এ দুনিয়ার হোটেল কর্মচারীরা বলবে "যাও কোথাও, দামটা দিয়ে দাও।"এইটাই হচ্ছে لَتُسْئَلُنَّ عَنِ النَّعِيْمِ এর প্রকৃত ভাবার্থ।

কাজেই দুনিয়ার হোটেলে যারা প্রতিযোগীতা করে খাচ্ছে, তারা ভেবে দেখছে না যে এর মূল্য দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ হুশিয়ার করে দিয়ে বলছেন, এ দুনিয়ার হোটেলে যে খাচ্ছ, তার প্রত্যেকটির দাম হিসাব করে চাওয়া হবে।

আমরা যে আল্লাহর কত নিয়ামত ভোগ করছি তা কার সাধ্যআছে যে বলে শেষ করবে ? তবে চিন্তার জন্যে মাত্র কয়েকটা নিয়ামতের কথা বলব, যা হবে সমুদ্রের পানিকে বুঝানোর জন্যে এক ফোটা পানি দেখানোর ন্যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ আল কুরআনে তাঁর নিয়ামত সম্পর্কে মোট ১৪৪টি আয়াত নাযির করছেন যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তার ভিতর থেকে মাত্র দুটো আয়াত আমি উল্লেখ করতে চাই। চাই এই জন্য যে আল্লাহর নিয়ামত যে গুনে শুমার করার মত নয়, শুধু তাই বুঝানোর জন্যে। আল্লাহ সূরা ইব্রাহিমের ৩৪ নং আয়াত বলছেনঃ

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ـ

তিনি তোমাদের সেই সব কিছুই দিয়েছেন- যা তোমাদের প্রকৃতির চাহিদা মিটাতে এবং তোমাদের উন্নত মানের জীবন যাপনের জন্যে বা মনের চাহিদা মিটানর জন্য প্রয়োজন। তোমরা যদি আল্লাহর সব নিয়ামত গুনতে চাও তবে তা কখনই গুনে শুমার করতে পারবে না। (সে শক্তি মানুষের নাই) প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে মানুষ বড়ই অবিবেচক এবং বড়ই অকৃতজ্ঞ।

সূরা নাহলের ১৮ নং আয়াত আল্লাহ বলছেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"তোমরা যদি আল্লাহর সব নিয়ামত গুনতে চাও তবে তা কখনই গুনে শেষ করতে পারবেনা, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও বড়ই দয়াবান।"

আল্লাহ যদি সত্যই দয়ার সাগর না হতেন তাহলে তার নিয়ামত তিনি অকৃতজ্ঞদের অবশ্যই ভোগ করতে দিতেন না, আল্লাহ যে কত বড় দয়ালু তা আমার কলম কেন, দুনিয়ার কারো কলমেই তা লিখে প্রকাশ করতে পারবে না, কাজেই আল্লাহর দয়ার কথা শুধু চিন্তাই করতে বলব, এর চাইতে বেশী কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর কয়েকটি নিয়ামতের উল্লেখ

✧ আল্লাহর প্রথম নিয়ামত হল আল্লাহ কোন জীব জানোয়ার করে সৃষ্টি করেননি, করলে করতে পারতেন।

✧ তিনি মায়ের পেট থেকে অন্ধ, কানা, খোঁড়া, বোবা, বধীর, বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করেননি, অথচ করলে করতে পারতেন।

✧ আল্লাহ মায়ের পেটে নাভীর সাহায্যে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন এবং বিনা নিশ্বাসে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

✧ আল্লাহ যখন দেহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে এমন সার্বক্ষনিক চালু মেশিন সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে মেশিন চলা শুরু হয়েছে মায়ের পেট থেকে আর তার কোন বিশ্রাম নেই চলছে, চলতে থাকবে যতদিন আল্লাহ হায়াত রেখেছেন।

✧ আল্লাহ নোনা পানির ভিতর থেকে মিঠে পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে তা দিয়ে মেঘ সৃষ্টি করেছেন এবং মেঘের ডাক বিজলীর চমক ঝড় তুফানের মাধ্যমে আল্লাহ পানির সঙ্গে গাছের খোরাকও আকাশ থেকে নাযিল করেছেন, যার কারণে আমরা বিনা শেচেই ফসল উৎপন্ন করি। ফল ফলাদির গাছ পালা হয় যার ফল খেয়ে আমরা জীবন ধারন করি। যদি পানি ও সার কিনতে হতো তবে কয়জন লোক টাকা খরচ করে জমি ভিজিয়ে চাষ করতে পারত আর কয়জন পারত সার কিনে জমিতে দিয়ে জমিকে উর্ব্বর করতে? এটা কি আল্লাহ কোন ছোট খাট নিয়ামত ?

✧ আমরা নিশ্বাস এর সঙ্গে যে অক্সিজেন পাই তার কারখানা করে রেখেছেন আল্লাহ গাছের পাতায় গাছ থেকে যদি আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফ্রেশ অক্সিজেন না পেতাম তাহলে ১ টা মিনিটও আমরা বাঁচতে পারতাম না। অথচ একটা মানুষ বছরে প্রায় ৯০ লাখ বার নিশ্বাস নিয়ে থাকে। এই অক্সিজেন আল্লাহ না দিলে তো টাকা দিয়েও কেনা যেত না, এ নিয়ামতের মূল্য কি কম?

✧ মানব দেহের হৃদপিন্ড নামক যন্ত্রটি মায়ের পেটে থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে সারাটি জীবন বিরামহীনভাবে রক্ত পরিশোধনের কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজ করতে প্রতিবছর হার্টের স্পন্দন হয় ৪ কোটিবার। যার পাম্প ১ মিনিটের জন্যে বন্ধ হলে আর বাঁচতে পারি না, এটার মূল্য কি কম?

www.pathagar.com

◇ আপনার একটি কিড়নী যদি টাকা দিয়ে কিনতে হয় তবে কত টাকা লাগে তা কি হিসাব করে দেখেছেন ?

◇ কারও নিকট যদি আপনার চোখ দুটি বিক্রয় করে দেন। (আজ কাল তো একজনের চোখের কর্নিয়া তুলে নিয়ে আরেক জনের চোখে লাগিয়ে দিলে সে দুনিয়ার মুখ দেখতে পারে) বলুন আপনি যতই গরীব হন না কেন ১০/১২ লাখ বা কোটি টাকা পেয়ে ও কি চোখ দুটো বিক্রি করতে পারবেন? অথচ তা বিনা মূল্যে দিয়েছে। সমস্ত মাংস ফেলে দিয়ে যদি শুধু খাচাটা বিক্রয় করা হয়,তাও দেড়/ দুই লাখ টাকায় বিক্রি হতে পারে। এবার চিন্তা করুন শুধু আপনার দেহের মধ্যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দিয়ে রেখেছেন তার মূল্য কত?

◇ আপনার সুস্থতা কত বড় নিয়ামত তা জিজ্ঞাসা করুন একজন অসুস্থ লোককে। সে বলে দেবে সুস্থতা কত বড় নিয়ামত।

◇ আপনার যৌবনকালটা কত বড় নিয়ামত তা জিজ্ঞাসা করুন একজন অতিবৃদ্ধ লোককে, তাহলে বুঝবেন এ যৌবনের মূল্য কত বেশী।

◇ আমরা যে আলো বাতাস পাচ্ছি এর মূল্য কত তা কি কেউ চিন্তা করে দেখেছি?

◇ আপনার সন্তান সন্ততির মূল্য কত তা কি চিন্তা করে দেখেছেন? পারবেন কি কয়েক লাখ টাকা দিলে আপনার কোন সন্তান বিক্রি করতে যে কিনে নিয়ে তার ফুস ফুস, কিডনী, চোখের কর্নিয়া , দেহের রক্ত, শেষ পর্যন্ত দেহের শূণ্য খাচাটা সে পৃথক পৃথক করে বিক্রি করবে। এমন ব্যবসায়ীর কাছে আপনার একটা যুবক ছেলে বা মেয়েকে কত টাকায় বেঁচতে পারবেন ? এ গুলি কি আল্লাহর বিনা মূল্যে দেয়া নিয়ামত নয়?

◇ আমরা যা খাই (তার নাম উল্লেখ না করে শুধু এতটুকু বল্লাম যে আমরা যা খাই) তা যদি আল্লাহর মেহেরবানির দান না হত তবে কার সাধ্য ছিল তা তৈরী করে নেয়ার ? মানুষ তো রকেট পর্যন্ত তৈরী করছে কিন্তু যা আল্লাহ তৈরী করেন তার কোনটা মানুষ তৈরী করতে পারবে? পারছে কি মানুষ একটা পাকা কলা তৈরী করে দিতে? পারবে কি মানুষ একটা ধান তৈরী করে দিতে? ভয়েজার ২ বানিয়ে তাকে নেপচুন প্লুটো পর্যন্ত পাঠান সম্ভব কিন্তু একটি চাউল তৈরী করে দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহর দেয়া বস্তু দিয়েই তৈরী করে, মানুষ কি নিজে

www.pathagar.com

কোন বস্তু তৈরী করতে পারে? কাজেই ১০টাকায় একসের চাউল পাওয়া যায় বলে ১ সের চাউলের দাম কি আসলেই দশ টাকা? ঐ ধান যে মাটিতে ফলে সে মাটি কি আপনার নিজের তৈরী? আকাশ থেকে পানি না এলে ধান গাছ হবে না, এ পানিটা কি আপনার নিজের তৈরী? যা দিয়ে জীবন রক্ষা কারী ঔষধ তৈরী হয় সে সব উপাদানের কোনটি আপনি তৈরী করতে পারবেন? আমরা নদী দিয়ে বহু প্রকার জলযান চালাই, এ নদী কি আপনি তৈরী করে নিতে পারবেন?

✧ বাতাসে ভেসে ৬ ঘন্টায় বাংলাদেশ থেক মক্কাশরীফ পৌছে যাচ্ছি,এ বাতাস কি আপনার নিজের তৈরী?

✧ আমরা যে জমিনের উপর দিয়ে চলাফেরা করি, জমীন থেকে ছিটকে পড়ে যাই না, যে মধ্যাকর্ষন শক্তির কারনে তা কি কেউ নিজে তৈরী করে নিতে পারেন। মধ্যাকর্ষন না থাকলে কি হতো ভেবে দেখেছেন? আপনার মাথায় আল্লাহ যে বুদ্ধি দিয়েছেন যা অন্য কোন জীবকে আল্লাহ দেননি এই জ্ঞান বুদ্ধি কতবড় নিয়ামত তা কি কেই চিন্তা করে দেখেছি?

✧ আল্লাহ যে কাগজ, কালি কলম ইত্যাদির আবিষ্কার করে মানুষকে এমন জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করছেন যা না শেখালে সে শিখতে পারত না, এটা কি আল্লাহর ছোটখাট নিয়ামত?

✧ আল্লাহ মানুষকে সভ্য মানুষ হিসাবে জীবন যাপনের যা যা দরকার তার সব কিছুই দিয়েছেন এর কোন নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করতে পারি?

✧ ঋতুর পরিবর্তন, আমাবশ্যা পূর্ণিমা, জোয়ার ভাটা, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র স্রোত, নদীর স্রোত, পাহাড় পর্বত এর কোনটির কথা বলব আর কোনটির কথা বাদ দেব। এ গুলি কি আল্লাহর কোন ছোট খাট নিয়ামত।

✧ সূরা আর রহমানে আল্লাহ তাঁর দেয়া নিয়ামতের কথা বলে জিজ্ঞাসা করেছেন এর কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? এবার বইটা বন্ধ করে রেখ কিছুক্ষন চিন্তা করে ভেবে দেখুনতো আল্লাহর কত নিয়ামত আপনি বিনা মূল্যে পেয়েছেন। আপনি কি মনেকরেন যে এর কোনটারই মূল্য দিতে হবে না?

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূরা আল্ আসর

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"কালের শপথ, মানুষ প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, কিন্তু সেই সব লোক ক্ষতির মধ্যে নয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একে অপরকে হকের উপর থাকতে উপদেশ দিয়েছে এবং সবর করতে উৎসাহ দিয়েছে বা সবর করার জন্যে উপদেশ দিয়েছে।"

শব্দার্থ ঃ وَ শপথ/ কসম, لِلْعَصْرِ কালের/ সময়ের اِنَّ নিশ্চয়ই- اَلْاِنْسَانَ মানব জাতি لَفِىْ মধ্যে নিমজ্জিত خُسْرٍ ক্ষতির اِلَّا কিন্তু/ ছাড়া / ব্যতীত اَلَّذِيْنَ যারা اٰمَنُوْا ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا এবং আমল করেছে - الصّٰلِحٰتِ নেক وَ এবং تَوَاصَوْا পদেশ দিয়েছে بِالْحَقِّ -হকের উপর থাকতে। وَتَوَاصَوْا উপদেশ দিয়েছে বা উৎসাহ দিয়েছে بِالصَّبْرِ সবর করতে ।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ কেউ কেউ এ সূরাটিকে মাদানী সূরা বলেছেন তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর যারা মাক্কি সূরা বলেছেন তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। এবং স্বভাবতই দেখা যায় মাক্কি সূরা গুলি খুবই ছোট ছোট এবং মাদানী সূরা গুলি বড় বড়। তবে ছোট সূরার মধ্যে একমাত্র

www.pathagar.com

সূরা নসরই মাদানী সূরা। কিন্তু তাও নাযিল হয়েছে মক্কায়। এরপরও এ ব্যাপারে দুই প্রকার মত আছে মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরা এটা? নাকি (মক্কি জীবনের) শেষের দিকে নাযিল হওয়া সূরা এটা? এর জবাবে একটাই মাত্র যুক্তি সঙ্গত কথা বলা যায় যে, যখন ইসলাম গ্রহণের কারনে মুসলমানগণ (যারা নুতন ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন) সব ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল এবং প্রকাশ্যত ঃ দেখা যাচ্ছিল তারা ইসলাম গ্রহণের কারণেই এত ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে, আর নওমুসলিমদের আত্মীয় স্বজন যখন তাদের মুসলমান আত্মীয় স্বজনকে বলছিল যে তোমরা ইসলাম গ্রহণের কারণেই একদিকে যেমন সমাজ থেকে কোন ধরণেরই সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছ না, অপরদিকে মারধর জুলুম অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন ইত্যাদি তোমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই এতসব ক্ষতি লোকসানের হাত থেকে বাঁচার একটাই মাত্র পথ, তাহচ্ছে ইসলাম থেকে ফিরে আসা। তাহলে না হবে তোমাদের উপর জুলুম অত্যাচার, আর না হবে সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত । তখন দুর্বল ঈমান ওয়ালা মুসলমানদের সব সময়ই হকের উপর কায়েম থাকার জন্যে এবং ধৈর্য্য ধারণের জন্যে তাদের উপদেশ দেয়ার এবং জুলুম অত্যাচার যতই আসুক না কেন, মুসলমানরা যেন অধৈর্য্য হয়ে ঈমান না হারায় তার জন্য উপদেশ ও সর্বদা তাদের উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল। এরূপ একটা সময়েই যে এ সূরাটা নাযিল হয়েছিল। এ ব্যাপারে কারো মধ্যেই কোন দ্বিমত নেই।

সূরাটির গুরুত্ব

এ সূরাটির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে মুসলমানদেরকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখার জন্যে এই একটি মাত্র সূরাই যথেষ্ট। এমনকি কেউ কেউ এরূপ বলেছেন যে আল্লাহ যদি এই সূরাটি নাযিল করে আর কোন সূরা নাযিল না করতেন তবুও এই একটি মাত্র সূরাই উম্মতে মুহাম্মদির জন্যে যথেষ্ট ছিল। অবশ্য এর অর্থ নয় যে, এ সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরার কোন দরকার ছিলনা। এটা বলার অর্থ হল এ ছোট্ট সূরাটির মধ্যে এমন বিরাট বড় ধরণের হেদায়াত রয়েছে যা খুব অল্প কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে যার গুরত্বের কোন সীমা পরিসীমা নেই, এই কথাটা বুঝানোর জন্যেই বলা হয়েছে যে এ সূরাটাই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝাচ্ছি, যেমন-মনে করুন কারো মেয়ের বিয়েতে বর পক্ষ অনেক ধরণের মূল্যবান গহনা গাট্টা নিয়ে এসেছে। অতঃপর মেয়ে পক্ষের কিছু লোক গলার হারটা দেখে এতখুশী হল যে খুশীতে বলেই ফেল্ল যে আর কোন গহনা গাট্টা না এনে যদি শুধু এই একখানা গহনাই দিতেন তবে তাতেই আমরা খুশী থাকতাম, এর অর্থ যেমন এ নয় যে, মেয়ের গলায় একটা মাত্র হার পরিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেত। তার শাড়ী ছায়া ব্লাউজ ইত্যাদির কোন দরকারই ছিল না। ঠিক তেমনই এ আলোচ্য সূরাটিই যথেষ্ট ছিল" বলা হল ঐরূপ একটা কথা যে অন্য কোন গহনা না দিয়ে শুধু এই হারটা দিলেই যথেষ্ট হত। এটা শুধু মাত্র সূরাটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে। আসলেই এর গুরত্ব কত বেশী তা অবশ্যই আপনারা এ সূরাটির ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করতে পারবেন বলে আমি আশা রাখি।

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরার প্রথমেই কালের শপথ করে বলা হয়েছে দুনিয়ার সব মানুষই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। পরে অবশ্য কিছু লোকদেরকে এই ক্ষতির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, যা যথা স্থানে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

এবার চিন্তা করুন মানুষ কিভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। চিন্তা করলে অবশ্যই আমাদের মাথায় ধরা পড়বে যে প্রতিটি মুহুর্তেই আমাদের কিছু না কিছু ক্ষতি হচ্ছেই । যেমন ধরে নিন আমরা দুনিয়ার জীবনে কতবার নিশ্বাস নেব তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সঠিক এবং নির্ভূল সংখ্যা আল্লাহর জানা আছে। আর এটা আমাদেরও যে জানা নেই তা নয় । তবে আল্লাহর জানা কাটায় কাটায় নির্ভূল সংখ্যাটা আর আমাদের জানা আছে যে এখন যে নিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি তা ভবিষ্যতে এমন একটা মুহুর্ত আসবে যখন নাকের কাছে অক্সিজেনসহ বায়ু থাকবে ঠিকই কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে সে বায়ু আর নাক দিয়ে ভিতরে ঢুকবেনা, এমন একটা মুহূর্ত যে আমাদের প্রত্যেকের সমানে রয়েছে তা চিন্তা করুন আপনি নিশ্বাসের সঙ্গে যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করছেন তা ধরুন একটা নিঃশ্বাস একটা টাকা স্বরুপ , আর এই নিঃস্বাস রূপ টাকাগুলি একটা ভান্ডারে জমা রয়েছে। এবার মনে করুন আপনি কি প্রতি নিশ্বাসে তার একটা করে (নিশ্বাস রূপ টাকার ভান্ডার থেকে)টাকা কুমিয়া ফেলছেন না? এটা কি এমন টাকার ভান্ডার যেখানে মাঝে মাঝে কিছু টাকা রেখে দেয়া যাবে? এত এমন এক ভান্ডার যেখান থেকে শুধু কমবে কিন্ত বাড়বার কোন পথই নেই। তাহলে প্রতি মহুর্তে আমার নিশ্বাস ভান্ডার থেকে

www.pathagar.com

তার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কি কমছে না? তাহলে এটা কি ক্ষতির মধ্যে পড়বে না? হাঁ , অবশ্যই পড়বে। আপনি জানেন কি প্রতি বছরে আপনার নিশ্বাস ভান্ডার থেকে কত করে কমছে? এর পরিমাণ প্রতিবছর ৯০ লাখ বার কমে যাচ্ছে। এটা কি আর বৃদ্ধি করা যাবে? যাবে না, তাহলে কি মানুষ ক্ষতির মধ্যে নেই ? অবশ্যই আছে।

এবার ধরুন আপনার সারা জীবনে কতবার হার্টের স্পন্দন হবে তাও আল্লাহর নির্ভূলভাবে জানা আছে। ঐ হার্টের স্পন্দনকে একটা স্তুপিকৃত টাকার ভান্ডারের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে হিসাবে আসবে যে, ঐ ভান্ডার থেকে বছরে ৪ কোটি বার হার্টের স্পন্দন রূপী টাকা কমে যাচ্ছে আর তা যে ভান্ডার থেকে কমছে ঐ ভান্ডারে একটা এক সংখ্যাও জমা রাখা যায় না,তা শুধু কমতেই থাকে। তা হলে হার্টের প্রতিটি স্পন্দনের পর একটা করে স্পন্দন রুপী টাকা কমছে এবং প্রতি বছরে কমছে ৪ কোটি বার। এটা কি আমার নির্ধারিত ভান্ডার থেকে কমে যাওয়ায় আমার ক্ষতি হচ্ছে না?

এ ক্ষতির ব্যাখ্যা এখানেই শেষ নয়, এর জন্যে চিন্তা করব আরো গভীরভাবে, তাহলে জ্ঞানে ধরা পড়বে অনেক কিছুই। যেমন, আমরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর নিয়ামত কি পরিমাণ ভোগ করব তা সবই তো আল্লাহর জানা আছে। তাই যতগুলো ভাত আমি সারাজীবনে খাব, তার থেকেও কমছে। এভাবে চিন্তা করলে প্রতিটি মানুষই বুঝবে যে, একটা সেকেন্ড পার হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের হায়াত থেকে এক সেকেন্ড করে কমতেই আছে। এরপর যখনই এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড করে কমতে কমতে হায়াত শেষ হয়ে যাবে তখনই আমাকে এ দুনিয়া ছাড়াতে হবে। এভাবে প্রতিটি মানুষই যে সর্বক্ষণই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তা মাত্র ১ টি কথার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিলেন। আল্লাহ মনে করিয়ে দিলো বলেই তো আমরা চিন্তা করে বুঝতে পারছি কিন্তু এরপরেই বলা হয়েছে যে কিছু লোক আছে যারা ক্ষতির মধ্যে নাই। এখন প্রশ্ন, তাদেরও তো আয়ু কমছে তবে তারা কি এই ক্ষতির আওতায় পড়বে না? এবার আমাদের আলোচনা হবে সেই বিষয়ের উপর যে উপরে উল্লেখিত ক্ষতির হাত থেকে কেন এক দলকে আল্লাহ পৃথক করে দেখালেন? তাদেরওতো জীবনকাল শেষ হয়ে আসছে, তাহলে তারা কি করে এই ক্ষতির আওতায় পড়ল না এবং কেনই বা আল্লাহ কালের শপথ করে এ কথাটা বললেন।

www.pathagar.com

শপতের ব্যাখ্যা

আল কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ শপথ করে কিছু কথা বলেছেন, একে ভিন্ন কথায় বলা যায় আল্লাহ কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন সব কথার শপথ করে বলেছেন যে, শপথের কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার সম্পর্ক রয়েছে আর শপথ এই জন্যে যে শপথের পরবর্তী কথাগুলিকে যেন ঐ শপথের দলীল হিসাবে ব্যবহার করা যায়, আর সেই দলীলের কারণে পরবর্তী কথা বুঝতে এবং মেনে নিতে কারো আর কোন প্রশ্ন না থাকে। এখানে কালের শপথ করা অর্থ হল এই যে এর পরের কথাগুলির সত্যতা প্রমাণ করবে ঐ কালের শপথই।

কাল কী?

কাল হচ্ছে এমন জিনিষ যা প্রতিনিয়তই চালু রয়েছে এবং যা এক সেকেন্ডের জন্যেও দাঁড়িয়ে নেই এ কাল শুধু সামনে এগোচ্ছেই । এ কালের অবস্থা হল এই রূপ যে, এখন যা ভবিষ্যত একটু পরেই তা হয়ে পড়ে বর্তমান, এবং এই মহুর্ত যা বর্তমানকাল, এক সেকেন্ড পরেই তা হয়ে যাচ্ছে অতীত কাল। এইভাবে কাল শুধু ভবিষ্যতকে করে দেয় বর্তমান, আর বর্তমানকে করে দেয় অতীত। এই কাল চলছেই, চলতে চলতে এক দিন এই কালই এমন এক পর্যায়ে এসে পড়বে যেখানে ঐ কালই হবে কারো জন্য কাল অর্থাৎ এজীবনের কৃত যাবতীয় কুমর্কের শাস্তি ভোগ করার কাল আর কারো জন্যে হবে এ জীবনের সৎ কর্মের প্রতিফল স্বরূপ শান্তি আর শান্তি ভোগ করার 'কাল'। কালটা এরূপ যে ধরুন আপনি একখানা কার নিয়ে ঢাকা থেকে স্থল পথে কোন দূর এলাকায় যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে যেটা হল আপনার যাওয়ার পথে এমন একটা গ্রাম যা আপনার সামনে রয়েছে অর্থাৎ আপনার চলার ক্ষেত্রে ওটা (ঐ গ্রামটা) হল আপনার যাত্রা পথের ভবিষ্যত, একটু পরেই আপনার গাড়ীটা ঢুকে পড়ল ঐ গ্রামের মধ্যে তখন ঐ গ্রাম আর সামনে নেই বা ভবিষ্যতে নেই তা পড়েছে চলার পথের বর্তমান যা মাত্রই ক্ষনিকের জন্যে। এরপরই লক্ষ করুন একটু পূর্বে যে গ্রামটা ছিল ভবিষ্যতে সে মহুর্তের মধ্যে পড়ল বর্তমান এবং মুহুর্তের মধ্যে হয়ে গেল অতীত। এভাবে মানব জাতী তার দীর্ঘ জীবন অতিক্রম করছে যে জীবনে ভবিষ্যত বর্তমানে এবং বর্তমান অতীতে পরিণত হওয়ার তালেই লিপ্ত

www.pathagar.com

রয়েছে যার গতি কখনই থেমে নেই। আর তা চলতে থাকবে একই গতিতে সামনের দিকে। এভাবে মানব জীবনের কালের চাকা ঘুরছেই এবং ঘুরবেই। এভাবে কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে কারো গাড়ী তাকে নিয়ে যাবে একেবারে জাহান্নামের দারপ্রান্তে। তখন অবশ্যই অনুভব করতে পারবে যে, তার পথ ভুলছিল, এভুল ঐকালের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর যার কালের চাকাকে আল্লাহর দেখান সরল পথে চালাতে বা ঘুরাতে পারবে তখন সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে তার সামনেই রয়েছে এমন এক জীবন যে জীবনে রয়েছে শুধু শান্তি আর শান্তি অন্য দলের লোকের গাড়ী পড়ে যাবে জাহান্নামের মধ্যে, সেখানে গাড়ী আর উঠবেনা, তার যাত্রীর উপর কাল শুধু যেতেই থাকবে কিন্তু জাহান্নাম অতিক্রম করে জীবন গাড়ীর চাকা আর ঘুরতে ঘুরতে তাকে সেই আগুনের ভিতর থেকে বের করতে পরবে না, আর অপর দলটির জীবন গাড়ীর চাকা চলতে চলতে বেহেস্তের মধ্যে ঢুকে পড়বে যেখান থেকে কেউই তাকে বের করে দিতে পারবেনা এই জন্যে কালের শপথ করে বলা হয়েছে যে কালের চাকা তো থেমে নেই তা চলছেই এই কালই একদিন প্রমাণ করবে। মুসলমান হওয়ার ও মুসলমান হিসাবে টিকে থাকায় তার ক্ষতি হল কি হল না। আর কালই প্রমাণ করে দেবে যে আল্লাহর দেখান পথ বাদ দিয়ে অন্য পতে চলে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হল কে। তখন আল্লাহর এ কসমটা মানব জাতীর সামনে একেবারে আয়নার মত ভেসে উঠবে।

সূরা আসরে আল্লাহ যে কাল বা সময়ের শপথ করে কথা শুরু করেছেন এইটার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন বরফ ব্যবসায়ী বলেছিলেন, "আমি সূরা আছরের অর্থ বুঝেছি আমার বরফের দিকে লক্ষ্য করে, আমি দেখেছি আমার বরফ যেমন ক্রমান্বয়ে গলে শেষ হয়ে যায় তেমন আমাদের জীবনও ঐ বরফের মত ক্রমান্বয়ে গলে শেষ যাচ্ছে।"

এরপর প্রশ্ন

নেককার বদকার সবাইয়েরই তো আয়ুস্কাল বরফের মত গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে সমানভাবে, তবুও কেন আল্লাহ এক দল লোক সম্পর্কে বল্লেন যে (পরবর্তী আয়াতে যা বলা হয়েছে) ৪টি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার কোন দিক থেকেই ক্ষতি হচ্ছে না। সে ৪টি কি এবং এই ৪টি গুণ বিশিষ্ট লোক কেন ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে নাতা আসুন কুরআনি যুক্তির মাধ্যমে ভেবে দেখি।

www.pathagar.com

পরবর্তী কথায় আল ইনসান বা বিশ্বের গোটা মানব জাতিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ কথা শুরু করেছেন, কাজেই এ কথা কোন বিশেষ দল, বা বিশেষ কোন গোষ্ঠী কিংবা কোন বিশেষ যামানার লোকদের সময় পৃথিবীর যে যেখানেই জীবিত ছিল তাদের থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম হবে এ দুনিয়ায় তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে। মানব জাতির জন্যে যে, ৪টি গুণের কথা বলা হয়েছে তা যার মধ্যেই থাকবে, সে যে বংশেরই বা যে যামানারই বা যে কোন যুগের হোক বা যেকোন দেশের হোক সে ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে না। সে ৪ টি গুণ হচ্ছে যথাক্রমেঃ-

৪টি গুণের ব্যাখ্যা পরে আসছে

(১) ঈমান থাকতে হবে সাচ্ছা ঈমান, যার মধ্যে ভেযাল থাকতে পারবে না।

(২) নেক আমল থাকতে হবে-

(৩) একে অপরকে হকের উপর কায়েম থাকার জন্যে সর্বদা উপদেশ দিতে থাকতে হবে।

(৪) অনুরূপভাবে একে অপরকে ঈমানের পথে চলতে যতই বাধা আসুক না কেন তা যেন ধৈর্য্যের সঙ্গে মুকাবিলা করে দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারি সে জন্যে একে অপরকে ধৈর্য্য ধরার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

উপরোক্ত চারটি কাজের ব্যাখ্যা

ঈমান অর্থ বিশ্বাস এ বিশ্বাসটা হতে হবে একেবারে দেখা বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস। মনের চোখ দিয়ে পরকালের বিচার, বেহেস্ত- দোজখ এ সবই যেন আমি দেখছি, এরূপ নির্ভেজাল বিশ্বাস মনে পোষণ করতে হবে। এই বিশ্বাস মুতাবিক কাজ করতে হবে। এই বিশ্বাস মুতাবিক কাজ করতে গেলেই পরবর্তী আর তিনটি গুণ তার মধ্যে আপনা থেকেই সৃষ্টি হওয়ার কথা। কারণ ১ নাম্বারে যে গুণটার কথা বলা হয়েছে সেই গুণটার দাবীই হচ্ছে পরবর্তী ৩টি গুণ তার মধ্যে সৃষ্টি করা ।

২ নং গুণ হচ্ছে আমলে সালেহ বা নেক আমল করা। এবার আসুন ভেবে দেখি নেক আমল কাকে বলে। নেক আমলের বাংলা অর্থ হল ভাল কাজ করা । আমরা তো এক কথায় বলি ভাল কাজ করা । কিন্তু জানি কি ভাল কাজ করতে হলে কত কি করতে হবে? আমি এই আমলে সালেহকে ৫ ভাগে ভাগ করে দেখিয়ে থাকি। যথাঃ-

www.pathagar.com

(১) ভাল কাজ বলতে ঈমানদার লোক যত প্রকার কাজকে বোঝে তা সবই করা। যেমন, নামায পড়া, রোজা রাখা, যাকাত দেয়া হজ্জ্ব করা। এছাড়া লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের যেসব কাজকে মানুষ ভাল কাজ বলে জানে তার প্রত্যেকটি কাজ করা।

(২) নিজে যে ভাল কাজ করি অপরকে সেই ভাল কাজের দিকে ডাকা, শুধু নিজে বেহেস্ত যাওয়ার চিন্তা করে নিজের পরিবার পরিজন প্রতিবেশী দেশবাসী, দুনিয়াবাসী, প্রত্যেককে ভাল কাজের দিকে আহবান জানান এবং আমি যে ভালকাজ করি তা অপরকে দিয়ে করান। এরই নাম দাওয়াতে হক বা দায়ী ইলাল্লাহ এর কাজ। এ কাজ চালু রাখতে হবে এমনভাবে যেমন আমরা আমাদের খাওয়া পরা চালু রেখেছি। এর জন্যে প্রয়োজন হবে কোন ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখা। তা'হলে দাওয়াতে হক বা সত্যের দিকে আহবান করার ক্ষেত্র পাবেন, নইলে অপরকে সত্যের পথে ডাকার ক্ষেত্র পাবেন না।

(৩) ও (৪) যখনই আপনি অপরকে আপনার কাজের দিকে আহবান করবেন তার ২/১ জন করে মানুষ আপনার সাথী হতে থাকবে তখনই শয়তানের গাত্র দাহ শুরু হয়ে যাবে-যে শয়তান জিন এবং মানব জাতির মধ্যে রয়েছে আপনাকে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামের পথ থেকে ও অন্যদেরকে ইসলামী দাওয়াতের পথ থেকে ফিরাতে চাইবে। তখন আপনারও মনে শয়তান এই ওয়াসওয়াসা দিতে পারে যে, দাওয়াতে হকের বা দাওয়াতে ইসলামের বা আল্লাহর দিকে লোকদের আহবানের কাজ করতে গেলে যেহেতু চারিদিক থেকে বাধা আসে তখন শয়তান বলে বাদ দাওনা ও কাজ। শয়তান এভাবে ওয়াসওয়াসা দেবে। এরূপ ওয়াসওয়াসা দেয়ার মত শয়তান মানুষের মধ্যেও রয়েছে অসংখ্যক। তাদের অত্যাচারে জুলুম নিপীড়ন যখন চরমে পৌছবে তখন ঈমানদারদের কাজ হবে প্রধানতঃ ২টি। যথা (১) একে অপরকে বুঝাতে হবে যে বেহেস্তের পথে যত কাটাই থাকুক না কেন সে কাটা যুক্ত পথ আমাকে অতিক্রম করতেই হবে, নইলে (কাটার ভয় করলে) বেহেস্তে পৌছতে পারবে না। তাই তখন এক দ্বীনি ভাইকে অপর দ্বীনি ভাই হকের উপর কায়েম থাকার জন্যে যেভাবে সম্ভব সেই ভাবেই তাকে উপদেশ দিতে হবে এবং তাকে উৎসাহ যোগাতে হবে যেন সে হকের উপর কায়েম থাকতে পারে। আর পরবর্তী কাজ হবে তাকে ধৈর্য্য ধরার জন্যে যেকোন পন্থায়ই হোক না কেন উৎসাহ দিতে হবে যেন সে

www.pathagar.com

একমাত্র পরকালের লাভ লোকসানকে তার জীবনের আসল লাভ লোকসান মনে করতে পারে।

কিন্তু একটি কথা, আপনি যদি ছাত্র না হন তবে কেউই আপনাকে পরীক্ষা দেয়ার জন্যে ডাকবেনা, এমন কি আপনি পরীক্ষা দিতে চাইলেও আপনার পরীক্ষা কেউ নিবে না, ঠিক তেমনই আপনি যদি হকের দিকে আহ্বানের কাজ না করেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ও تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এর কোন পরীক্ষা আপনার উপর আসবে না। এ ধরনের কাজের মত অবস্থা তখনই আপনার উপর আসবে যখন আপনি দেশে ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে লিপ্ত হবেন তখন। আর আপনি যদি কোন ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না হন তবে এ সূরা আপনাকে কোন উপদেশই দেবে না, এবং এ সূরা আপনি যতই বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু বাস্তবে বুঝতে পারবেন না, যেমন অমুক তারিখ থেকে S.S.C পরীক্ষা শুরু হবে বলে গোষণা দেয়া হলো। ঘোষণা কাদের জন্য? যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য, আপনার জন্যে নয়। ঠিক তদ্রুপ আপনি যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী না হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন তবে এই সূরার ঘোষণা আপনার উপর প্রযোজ্য হবেনা। কারন আপনার এমন অবস্থা কোন দিনই আসবে না, যে আপনি কাউকে হকের উপর থাকার জন্যে উপদেশ দিবেন কিংবা কাউকে ধৈর্য্য ধরতে বলবেন। দেখুন তো এইরূপ অবস্থা কি আপনার উপর কখনো এসেছে যে আপনি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন আর আপনার কোন সহকর্মী আপনাকে শান্তনা দিচ্ছে? এ অবস্থা এসেছিল সাহাবাদের (রাঃ) উপর। কারন, তারা আমলে সালেহর উপর কায়েম ছিলেন, আর আজ উপদেশ দেয়ার মত ক্ষেত্র হচ্ছে, আজ যে সব শিবির-জামায়াত কর্মীর উপর নির্যাতন আসছে। তাদেরকে এখন হকের উপর কায়েম থাকার এবং ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

পরবর্তী প্রশ্ন

যারা ঈমান আনে নাই তারাও মৃত্যুর দিতে এগোচ্ছে, অর্থাৎ হায়াত তাদের কমছে, এটাও তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ। কিন্তু যারা ঈমানদার তারাও মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, তবে তাঁরা ঈমানদার লোক যাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে তারা কি করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। আয়ুষ্কালের ব্যাপারে যে ক্ষতি তাতো ভাল মন্দ উভয় প্রকার মানুষ বা যে কোন প্রাণীর জন্যে

www.pathagar.com

সমানভাবে কমছে, তবুও আল্লাহ কেন বল্লেন, ঐ গুণ বিশিষ্ট লোক ক্ষতির মধ্যে নাই। এর জওয়াব আসুন আমরা খুজে বের করার চেষ্টা করি।

দেখুন আমরা কোনটাকে ক্ষতি মনে করি তার একটু হিসাব করে দেখি। আমরা মনে করি-

(১) কোন পকেটমার পকেট থেকে টাকা নিয়ে ভেগে পড়লে আমার কিছু ক্ষতি হল-

(২) ডাকাতি বা চুরি হলেও মনে করি ক্ষতি হয়েছে।

(৩) ব্যবসায়ে লোকসান হলেও মনে করি ক্ষতি হয়েছে। ঘর বাড়ী পুড়ে গেল, সেটাকেও বিরাট ক্ষতি মনে করি।

(৪) নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ফেল করলেও মনে করি ক্ষতি হয়েছে।

(৫) একটা জমি কেউ জোর দখল করে নিয়ে গেল এতেও মনে করি দারুন ক্ষতি হল।

(৬) চাকুরীটা চলে গেল, মনে করি বিরাট ক্ষতি হল। জমিনের ফসল নষ্ট হয়ে গেল বা গাছের ফল ফলাদির সব নষ্ট হয়ে গেল, মনে করি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।

এই ধরণের হাজারো কাজকে আমরা ক্ষতির কাজ মনে করি এবং এই সব ধরণের ক্ষতিতেই আমরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ি, কত আফসোস করি, বসে বসে নিরবে কাঁদতে থাকি। কারণ এতক্ষতি মন সইতে পারে না।

পক্ষান্তরে একজন মুমিনবান্দা যার মধ্যে উক্ত ৪টি গুণই রয়েছে সে ব্যক্তি যদি ধনমাল নয়, বরং নিজের জীবনটাও যদি ইসলামের পথে থাকার কারণে চলে যায় তবুও সে বলে ফুজতো ওয়াল্লাহে ফুজতো ওয়াল্লাহে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যখন সে কাফেরদের আঘাতে মরে যাচ্ছে তখনও বলে "আল্লাহর কসম আমি লাভবান হলাম। আল্লাহর কসম আমি লাভবান হলাম নিজের জীবনটাকে পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিল, সে কেন মনে করে না যে, আমি ইসলামের শত্রুদের হাতে নিহত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, তখন কি করে বলতে পারে যে, আল্লাহর কসম আমি ক্ষতিগ্রস্ত নই, বরং আমার জীবন সফল হল, আমি জীবন বিফল হওয়ার ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলাম, একথা সে কি করে বলতে পারে? এটা বুঝানোর জন্যে আমি ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

www.pathagar.com

ধরে নিন আপনি ঢাকা থেকে এমন এক গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হলেন যেখানে যেতে হলে মেঘনা নদী পার হওয়াই লাগবে যে অত্যান্ত ভাললোক তাকেও মেঘনা পার হতে হবে। যে মন্দ লোক তাকেও মেঘনা পার হতে হবে। কিন্তু যাওয়ার পথ দুটো। একটা নদী পথে নদী পার হওয়ার ঘাটটা ডাকাতদের দখলে আর অপর ঘাটটা সৎলোকের দখলে। এখন আপনাকে বলে দেয়া হল সামনে যে, নদী পারের ঘাট আছে তার একটায় যেতে হলে চরম বাঁধা বিপত্তিকে বুকে ঠেলে সে ঘাটে যেতে হবে। আর অপর ঘাটে যাওয়ার পথে বহু ধরণের লোভনীয় জিনিষ রয়েছে। যে পথে চরম বাঁধা বিপত্তি এবং কাটা মাড়িয়ে পথ চলতে হবে ঐ পথে চলে যে ঘাটে যাওয়া যাবে সেই ঘাটের মালিক একজন সৎ লোক। সে আপনাকে নিরাপদে ওপারের ঘাটে নামিয়ে দেবে যেখানে পৌছতে পারলে এমন এক অমৃত সুধা পান করতে পারবে যা পান করলে সে চিরকাল যুবক থাকতে পারবে। আর সে অমর হয়ে যাবে, আর এমন জায়গায় বাস করতে পারবে যেখানে অভাব বলে কোন কথাই কেউ উচ্চারণ করবে না, দেখবে যে যাই তার দরকার তাই সেখানে রয়েছে। সেখানে কোন চুরি ডাকাতি নেই ছিনতাই নেই, ভয় বলে যত প্রকার জিনিষকে আমরা জানি ও চিনি তার কিছুই সেখানে নেই। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি।

অপর পক্ষে নদীপার হওয়ার জন্যে আর একটি ঘাটও রয়েছে যে ঘাটে যাওয়ার পথে কোন বাঁধা বিপত্তি নাই আর পথের দুই ধারে এমন সব লোভনীয় দ্রব্য রয়েছে যে তার কোন একটা ভোগ করতে চাইলে ভোগ করতে পারবে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, তাকে অন্যাদের ন্যায় সমান গতিতে সামনের দিকে এগোতে হবে। এরপর তারও সামনে আসবে এক পার হওয়ার মত ঘাট। তাকেও উঠতে হবে এক নৌকায় কিন্তু নৌকার যে মাঝি তার কাজ হচ্ছে যারাই তার ঘাট দিয়ে পার হতে যাবে, তাদেরকে সে পানিতে ডুবিয়ে দেবে এবং তার মাল সামানা মাঝি নিয়ে নেবে। এখন এইরূপ ঘাট যখন সবাইয়ের সামনে রয়েছে তখন কেউ যদি বলে যে, এই সুন্দর চকচকে ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে চললে আরাম লাগবে ঠিক কিন্তু সে যতই এগুবে ততই সে ধ্বংসের দিকে এগোবে। কারণ তার সুখ শান্তির শেষ মিয়াদ কাল হল ঐ ঘাট পর্যন্ত পৌছা। আর যে কাটা ওয়ালা পথে হাটছে তার কথা যদি বলা যায় সে মোটেই ক্ষতির দিকে এগোচ্ছে না। বরং এগোচ্ছে যে পথে গেলে এক বিরাট লাভজনক স্থানে যাওয়া যাবে সেই পথেই সে এগোচ্ছে। সে যত সামনে এগোচ্ছে ততই ক্ষতির দিকে নয়,

www.pathagar.com

বরং লাভের দিকেই এগুচ্ছে যদিও পথটা শক্ত মুছিবতের ও কাটা ওয়ালা পথ। এভাবে বল্লে কি ভুল বলা হবে? তা অবশ্যই হবেনা। আর লাভজনক পতের মাথায় রয়েছে চির শান্তির ও অনন্তকালে চির যৌবনের এক আবাসস্থল। সে পথের পথিকদের সম্পর্কে কি একথা বলা যায় না যে, মাত্র এই পথে যারা চলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেনা। আর বিপরীত পথে যারা চলে তারা যতই সামনে এগোবে ততই ক্ষতির পথে এগিয়ে যাবে। এই কথাটাতেই অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় আমাদের বলে দিয়েছেন। যে তোমাদের জীবনের চলার পথ হচ্ছে দুটি - যার একটার সামনে রয়েছে চরম ক্ষতি, যে ক্ষতি কোটি কোটি বছরেও তা পুরণ হবে না। আর অপর পথটা হল চির শান্তির, যে শান্তিতে ভাটা পড়বে না কোটি কোটি বছর গুজরে গেলেও। তবে এ পথের পথিকদের মধ্যে উক্ত চারটি গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

এ পর্যন্ত শেখার পর চিন্তার বিষয় হল যে, ঐ চারটি গুণ যাদের মধ্যে থাকবে তাদের চলতে হবে কিন্তু বড় কঠিন রাস্তায়। যে রাস্তায় চলতে আপনাকে মারধর খেতে হবে এবং আপনাকেই আসামী হতে হবে এ দেখে ঘাবড়ালে চলবে না, আপনাকে এইটা ধরেই নিতে হবে যে, মারও খাব আমি এবং আসামী হব আমি। এইটা যদি ধরে নিতে না পারেন তবে উল্লেখিত ৪টি গুণও আপনি অর্জন করতে পারবেন না, এবং চির যৌবন ও চির অনন্তকালের জীবনও লাভ করা যাবেনা। এসব কথা ধিরস্থিরভাবে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করুন এবং সামনে অগ্রসর হন, এতে দেখবেন মারও খাচ্ছেন আপনি আর আসামীও হচ্ছেন আপনি একমাত্র তখনই বুঝবেন যে, আন্দোলন ঠিক পথেই হচ্ছে আর যারা আপনাকে মারবে তাদের বিচারের জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ আদালত সেখানে আপনার ফরিয়াদ শোনবার জন্যে বিচারক পাবেন, সেই বিচারকের অপেক্ষায় থেকে ধৈর্য্যের সঙ্গে হকের উপর কায়েম থেকে ঈমান নিয়ে আমলে সালেহ বা নেক কাজ বা হক কাজ করে হকের উপর কায়েম থাকতে হবে। এইটাই হল সংক্ষেপে সূরা আসরের মূল তাৎপর্য।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Maa Design
37 Banglabazar, Dhaka, Ph: 7116492
G.Design : Md. Faruk Ahmed Prodhania